সুপ্রের কনভেনশন

লিখেছেন **জয়ন্ত আচার্য**

আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল ও বিশ্বব্যাংকের সুপারিশে সরকার আগামী পনের বছরের জন্য দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র প্রণয়ন করেছে। শীঘ্রই এ কৌশলপত্র তাদের কাছে জমা দিতে হবে। অথচ দারিদ্র্য বিমোচনের দীর্ঘমেয়াদী কৌশলপত্র প্রণয়নে সরকার কারো সঙ্গেই মত বিনিময় করেনি। এ কারণেই সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযান উদ্যোগে ১৪ সেপ্টেম্বর উন্নয়নের অধিকার ও কার্যকর গণতন্ত্রের দাবিতে অর্থনৈতিক ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কৌশলপত্রের ওপর জাতীয় কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়।

আগারগাঁওস্থ এলজিইডি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত দিনব্যাপী কনভেনশন মূলত দুইটি পর্বে বিভক্ত ছিলো। সকাল সাড়ে আটটায় জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে শুরু হয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। প্রথম পর্বে বিভিন্ন বিভাগের জেলা প্রতিনিধিরা তাদের স্ব স্ব জেলার সমস্যা পিআরএসপিতে তুলে ধরার দাবি জানান।

মডারেটর রফিকুল ইসলামের প্রতিনিধিত্বে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে খুলনা বিভাগের জেলা প্রতিনিধিরা তাদের জেলার সমস্যা তুলে ধরেন। ঝিনাইদহ প্রতিনিধি জি.কে প্রকল্প চালু করার দাবি জানান। মেহেরপুর প্রতিনিধি জেলার ভূমি সংস্কার ও আর্সেনিক সমস্যা সমাধানের বিষয়টি দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কৌশলপত্রে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানান। নড়াইল প্রতিনিধি বলেন, চিত্রা, নবগঙ্গা, মধুমতি নদীর ড্রেজিং ব্যবস্থার উদ্যোগ নিতে হবে। খুলনা প্রতিনিধি সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য রক্ষার দাবি জানান। বরিশালের বিভিন্ন জেলা থেকে দাবি তোলা হয়, উপকূলীয় চরাঞ্চলের ভূমি ভূমিহীনদের মধ্যে বন্টন, পয়স্তি ও শিকস্তি আইনের বাস্তবায়ন, জেলেদের দাদন ব্যবসার সমাধান পিআরএসপিতে অন্তর্ভুক্ত করার। ঢাকা বিভাগ থেকে পদ্মা সেতুর দ্রুত বাস্তবায়নের দাবি করা হয়। ময়মনসিংহ জেলা প্রতিনিধি পাটের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার জন্য বিষয়টি কৌশলপত্রে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি তোলেন। রাজবাড়ী প্রতিনিধি দাবি করেন দৌলতপুর পতিতাদের সামাজিকভাবে স্বীকৃতির। সুপ্রের উদ্যোগে দেড় মাসব্যাপী দেশের ৪৫টি জেলা প্রতিনিধি সম্মেলন করে জেলাওয়ারি সমস্যাগুলো তুলে আনা হয়েছে। জেলা সম্মেলনের সমন্বয় করেন এ.এইচ.এম বজলুর রহমান। কনভেনশনে এ সমস্যাগুলো পিআরএসপিতে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য দাবি জানানো হয়। সাপ্তাহিক ২০০০ ও পলিসি সার্পোট ইউনিট, অ্যাকশন এইড বাংলাদেশ যৌথ উদ্যোগে কনভেনশন উপলক্ষে ক্রোড়পত্র প্রকাশ করে।

দ্বিতীয় পর্বে অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা সভা। আলোচনা সভায় উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা ও দুর্যোগ মোকাবেলার ওপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে নঈম গওহর ওয়ারা বলেন, অতীতে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণের সময় বিপর্যয়ের বিষয়টি ভাবা হয়নি। অপরিকল্পিত বাঁধ নির্মাণের কারণে নদীর ভাঙন বেড়েছে। মিজানুর রহমান চৌধুরী বলেন, দেশে এখন ৮ লাখ একর খাস জমি রয়েছে। এ খাস জমি ভূমিহীনরা পাচ্ছে না। উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে ভূমির আমূল সংস্কার প্রয়োজন। ড. আলো ডি রোজারিও বলেন, দারিদ্র্য বিমোচনের কৌশলপত্রে আদিবাসী, সংখ্যালঘু, বিকলাঙ্গ, শিশু, নারীদের সমস্যা উঠে আসতে হবে। সমাধানে থাকতে হবে দিকনির্দেশনা। আ.ন.ম হাবিবুর রহমান বলেন, এখন দেশের সমস্ত প্রাথমিক স্কুলই জাতীয়করণ করা প্রয়োজন। আদিবাসী শিশুদের জন্য তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত নিজ ভাষায় শিক্ষা লাভের ব্যবস্থা করতে হবে। রাশেদা কে চৌধুরী গণসাক্ষরতা অভিযান প্রসঙ্গে বলেন, ক্রমেই শহর ও গ্রামের শিশুদের মধ্যে শিক্ষার বৈষম্য সৃষ্টি হচ্ছে। বৈষম্য সৃষ্টি হচ্ছে ধনী ও দরিদ্র শিশু-কিশোরদের শিক্ষার মাঝে। এ সমস্যা সমাধানে প্রয়োজন সর্বজনীন বিজ্ঞানভিত্তিক একই মানের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা। ড. আতিউর রহমান বলেন, আমাদের মুক্ত তথ্য প্রবাহে প্রবেশ করার অধিকার দিতে হবে। আমাদের আগামীতে পিআরএসপি মনিটরিং করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ড. কাজী খলীকুজ্জামান বলেন, বাজার অর্থনীতির মুনাফা লাভের প্রবণতা সব কিছুকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। বদিউল আলম মজুমদার বলেন, স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করতে হবে। স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করা ছাড়া সম্পদের সুষম বন্টন সম্ভব নয়। একটি ইউনিয়নে মাত্র কয়েক লাখ টাকা কেন্দ্রীয় সরকার পায়। তার ৫০ ভাগ খরচ হয় বেতন-ভাতায়। শতকরা ৩০ ভাগ অপরিকল্পিত রাস্তাঘাট নির্মাণে। বাকি ১০ ভাগ খরচ হয় গ্রামের মানুষের স্বাস্থ্য, শিক্ষা খাতে। গ্রাম সরকার ইউনিয়নকে ধ্বংস করে দেবে। দীপশিখার পল তিগ্যা বলেন, আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিতে হবে। দিতে হবে ভূমির অধিকার। অতীতে কোনো সরকারই আদিবাসীর বিষয়টি গুরুত্ব দেয়নি। রোকেয়া কবীর নারীর সমস্যা আগামীতে গৃহীত দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্রে ভালোভাবে নিয়ে আসার দাবি জানান। মাহফুজ উল্লাহ বলেন, বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর বীজ কৃষকদের পরনির্ভরশীল করে তুলছে। কৃষকেরা তাদের বৈচিত্র্য হারিয়ে ফেলছে। বিশ্বায়নের নামে কৃষকদের পরনির্ভরশীল করার চেষ্টা চলছে। ড. মঈনুল ইসলাম বলেন, দাতাদের নির্দেশে অর্থনীতি পরিকল্পনা খুবই লজ্জাজনক। আমাদের বৈদেশিক সাহায্য জিডিপির ১৩ থেকে ৪ শতাংশে নেমে এসেছে। এখন আমরা বৈদেশিক সাহায্য ছাড়াই বেঁচে থাকতে পারবো। হাসানুল হক ইনু বলেন, দেশের উন্নয়ন করতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন গ্রামের উন্নয়ন। দেশে এখন চার ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে। এই চার ধরনের শিক্ষা চার ধরনের শ্রেণীর সৃষ্ট করছে। সামাজিক বৈষম্যের জন্ম দিচ্ছে। রাশেদ খান মেনন বলেন, আদমজী বন্ধ করে আমাদের আত্মপরিচয় মুছে দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। তিনি বলেন, রাজনীতিবিদদের সঙ্গে দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র নিয়ে আলোচনা করতে হবে। ড. কামাল হোসেন বলেন, জনগণের সঙ্গে আলোচনা না করে পিআরএসপি গ্রহণ করা সংবিধান পরিপন্থী কাজ। সাংসদদের নাগরিকদের কথা শোনার দায়িত্ব সাংবিধানিক। তিনি বলেন, রেডিও-টেলিভিশনকে দলীয়করণ করা হচ্ছে– এটাও সংবিধান বিরোধী। আলোচনা সভা পরিচালনা করেন ড. তোফায়েল আহমেদ ও মহসিন আলী। কনভেনশনে কথা দিয়েও উপস্থিত হয়নি প্রধান অতিথি অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমান। বিরোধী দলীয় উপনেতা অ্যাডভোকেট আব্দুল হামিদ।

আলোচনা সভায় প্রথমে কনভেনশনে গৃহীত খসড়া ঘোষণাপত্র পাঠ করা হয়। ঘোষণাপত্র পাঠ করেন রেজাউল করিম চৌধুরী। তাকে সহযোগিতা করেন আহমেদ স্বপন, একশন এইডের জিয়াউল হক মুক্তা। ঘোষণাপত্রে ভূমি ব্যবস্থা, কৃষি প্রাণবৈচিত্র্য ও লোকায়ত জ্ঞান, তথ্য, যোগাযোগ, পানিসম্পদ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য, দুর্যোগ মোকাবেলা, শ্রম উৎপাদন, দুর্নীতি, আইনশৃঙ্খলা, স্থানীয় সরকার, নারীর ক্ষমতায়ন, আঞ্চলিক সমস্যা ও সমাধানের সুপারিশ স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়। দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্রে এসব সমস্যা ও সুপারিশমালা অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানানো হয়।

■ পিআরএসপি বিষয়ক ধারাবাহিক প্রতিবেদনগুলো **অ্যাকশন এইড বাংলাদেশ** ও **সাপ্তাহিক ২০০০**-এর একটি যৌথ উদ্যোগ

‘তাদের কৌশল হচ্ছে বৈদেশিক সাহায্য এনে নিজেরাই কুক্ষিগত করা। জনগণের নয় নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন করা’

আব্দুল জলিল

প্রেসিডিয়াম সদস্য, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

পনের বছর মেয়াদি এ কৌশলপত্র প্রণয়নে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করেনি’

আনোয়া হোসেন মঞ্জু

চেয়ারম্যান, জাতীয় পার্টি (মঞ্জু)